গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' এর আলোকে অনুর্ধ্ব ২০(বিশ) একর বদ্ধ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ০১/১৪২৮-১৪৩০

এতদ্বারা নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠন/সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত(প্রকৃত মৎস্যজীবী যদি থাকে) সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্ন বর্ণিত ইজারাযোগ্য অনুর্ধ্ব ২০(বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল সমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ অনুযায়ী ১৪২৮-১৪৩০ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত শর্তে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রচারিত কোন জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালত/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ আরোপিত হয়ে থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা ঃ

ক্রমনং	জলমহালের নাম	মৌজা, জেএল নং	দাগনং	পরিমাণ (একর)	বিগত বছরের ইজারা মূল্য	বিগত ৩ বছরের গড় মূল্য	৫% বর্ধিত হারে সরকারী মূল্য	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
০১	কুড়ি বিল	পিরোজপুর/৪১	১০০২	১.৪৬	৭২,৯৩৩/-	৭২,৯৩৩/-	৭৬,৫৮০/-	
			৫৯৫	১.৬২				
			২৮৩	০.১৭				
			১৩৮৯	০.০২				
			৫৬৯	০.২০				
			৬৫৩	০.২২				
			৬২৪	০.০৬				
			১০৮৯	০.০৫				
			৪৮৩	০.০২				
			৬৯৪	০.০৪				
			মোট-	৩.৮৬				
০২	মরা নদী ও কাড়া	বসন্তপুর/৩১	২৩৩	০.৭৫	৬,৮৬১/-	৬,৮৬১/-	৭,২০৫/-	
			৩২৭	১.৬২				
			৩৮৫	০.২০				
			৪৪২	০.৯০				
			মোট	৩.৪৭				
০৩	মটঘটিয়া নদী ও মুক্তিখলা খাল	বাঘমারা/১৯১	৪৬৭১	৪.২২	৫৫,২৬৫/-	৫৫,২৬৫/-	৫৮,০২৯/-	
			৪৫৮৯	১২.৬১				
			মোট-	১৬.৮৩				
০৪	মণিকামারের ডোবা	বাঘমারা/১৯১	৩৪৫	৪.৫১	৭,৫৮৬/-	৩৮০/-	৭,৯৬৬/-	
০৫	আলীপুরের খাল	পূর্বআলীপুর/৩৬	১৬৫	০.৬৮	১,৯০২/-	১,৯০২/-	১,৯৯৮/-	
			২১৩					
		আলমাডহর/৩৫	২০০	১.৩৬				
			মোট	২.০৪				
০৬	আলমা ডহর বিল	আলমা ডহর/৩৫	৯৩	২.২৭	৪,৮৯০/-	৪,৮৯০/-	৫, ৩৮০/-	
০৭	টিয়ার বিল,গোলবিল ও লম্বা বিল গ্রুপ ফিসারী	বাঘমারা/১৯১	৪২০২	২.৫০	১৮,৩৪১/-	১৮,৩৪১/-	১৯,২৫৯/-	
			৪৩০৭	১.৪৮				
			৪৩১৪	২.২০				
			মোট-	৬.১৮				
০৮	শাহপুরের খাল	শাহাপুর/১৪৯	৭২	৫.৭৬	৯,৫০০/-	৩৯০/-	৮,১৮৪/-	
০৯	সোনার হাওর	আঙ্গারুলী সোনার হাওর/১৯২	২৬০৮	০.৫৮	৪,৮২৯/-	৪,৮২৯/-	৫,০৭১/-	
			২৬৬২	০.৮৯				
			মোট-	১.৪৭				
১০	সুদামখালী খাল	বাঘমারা-১৯১	২১৫০	১.২৯	২৮,৯৮০/-	২৮,৯৮০/-	৩০,৪২৯/-	
			২৪৮৮	১.৮০				
			২৫০২	৫.০৮				
			৪২২৭	০.৪৪				
			মোট-	৮.৬১				

ইজারা সংক্রান্ত দিনপঞ্জিকা

(ইজারা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে চলবে এবং নিম্নবর্ণিত পঞ্জিকায় কোন ধার্য তারিখ সরকারী বন্ধ হলে তা পরবর্তী কর্মদিবসে সম্পন্ন করা হবে)।

পর্যায়	আবেদন ফরম বিক্রয়ের শেষ তারিখ (অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)	আবেদন ফরম দাখিলের তারিখ সময় (অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)	সভার তারিখ ও সময়
০১	০২	০৩	০৪
১ম পর্যায়	১৫/০২/২০২১ খ্রিঃ	১৬/০২/২০২১ খ্রিঃ	নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
২য় পর্যায়	২৪/০২/২০২১ খ্রিঃ	২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ	নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
৩র্থ পর্যায়	৯/০৩/২০২১ খ্রিঃ	১০/০৩/২০২১ খ্রিঃ	নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
৪র্থ পর্যায়	৩০/০৩/২০২১ খ্রিঃ	৩১/০৩/২০২১ খ্রিঃ	নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
৫ম পর্যায়	১৯/০৪/২০২১ খ্রিঃ	২০/০৪ /২০২১ খ্রিঃ	নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
৬ষ্ঠ পর্যায়	২৭/০৪/২০২১ খ্রিঃ	২৮/০৪/২০২১ খ্রিঃ	নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
৭ম পর্যায়	১৭/০৫/২০২১ খ্রিঃ	১৮/০৫/২০২১ খ্রিঃ	নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

শর্তাবলী ঃ

০১। আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে হবে এবং আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মূল্যের (অফেরতযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে আবেদন ফরম নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস অথবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ থেকে ক্রয় করা যাবে। আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখে কোন আবেদন ফরম বিক্রয় করা হবে না। একটি জলমহালের জন্য ক্রয়কৃত আবেদন ফরম অন্য জলমহালের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।আবেদনের খামের উপর সংশ্লিষ্ট জলমহালের নাম উল্লেখ করতে হবে।

০২। আগ্রহী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র, তথ্যাবলী ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ৩(তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদন ফরমের সকল তথ্য/অংক স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং কাটাকাটি, ঘষা-মাজা ও অস্পষ্টতার কারণে আবেদন ফরম বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমবায় সমিতি জলমহাল ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারী সমিতিতে যদি কোন অমৎস্যজীবী সদস্য থাকেন তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহাল সমূহের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে।

০৪। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতির সদস্যগণ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

০৫। জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবেদনকারী সমিতির কার্যকারিতা কিংবা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রযোজ্য দলিলপত্র/তথ্যাদি দাখিল/সংযুক্ত প্রত্যয়নপত্রসহ ২ (দুই) বছরের অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট প্রয়োজন হবে না।

০৬। নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন।

০৭। আবেনকারী সমিতিকে প্রার্থিত জলমহালের বিগত ৩(তিন) বছরের গড় ইজারা মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে মূল্য উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

০৮। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসাবে আবেদনকারীকে তার আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১০। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, কোন তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুণরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১। লীজ প্রদানকৃত জলমহালসমূহ সময়ে সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনমত/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। বাতিলকৃত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন পরবর্তী ৩ (তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৩। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না। জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহণের পূর্বে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আবেদন ফরম দাখিল করতে হবে। যখনই ইজারা চূড়ান্ত করা হউক না কেন তা ০১ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ সন হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। ইজারা বিষয়ে সকল রকমের তথ্য অর্থাৎ জলমহালের পূর্ববর্তী বছরের ইজারামূল্য, আয়তন ও অবস্থান ইত্যাদি অফিস চলাকালে জানা যাবে। ইজারা গ্রহণের পর জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে অথবা অন্য কোন কারণে ইজারাদার ক্ষতিগ্রস্থ এরূপ ওজর/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৪। বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ০১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাপনান্তে শেষ হবে। একই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হলে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

১৫। ইজারা প্রদত্ত জলমহালের ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা মৎস্য আইন, প্রযোজ্য অন্য কোন আইনের আওতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট ইজারাদার বা সংগঠনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৬। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না।

১৭। আবেদন ফরমের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন এবং মুসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট মুসক-৮ এর সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৮। আবেদন ফরমের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছচাষ, শিকার ও বিপননের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।

১৯। বন্দোবস্ত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না এবং জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যার কারণে প্রযোজ্য বিধি-বিধান কিংবা আইন লংঘিত হয়।

২০। যে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২১। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। বদ্ধ বা উন্মুক্ত কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। জলাশয়ের ইজারা ১৪২৮-১৪৩০ বঙ্গাব্দের জন্য মেয়াদি ইজারা। কোন অবস্থায় ইজারা মেয়াদ বর্ধিত করা হবে না। প্রথম বছর ব্যতীত ইজারাকৃত জলাশয়ের পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ ফাল্গুনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় কোন নোটিশ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিধি মোতাবেক সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এজন্য জলমহালটি এ সময়ে ইজারা প্রদান করা না গেলে ইজারাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

২৩। ইজারাদারকে বিধিমতে ইজারা মূল্যের সাথে সরকার নির্ধারিত আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য,ভ্যাট ও আয়কর জমা দিয়ে ইজারাদার সমিতির সভাপতি/সম্পাদক/মনোনীত প্রতিনিধি স্ব-উদ্যোগে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন। চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কোন জলমহালের দখল হস্তান্তর করা যাবে না। এব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উপর কোন দায় বর্তাবে না। চুক্তিপত্র সম্পাদন না করলে ইজারা বাতিল করা হবে।

২৪। ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা চুক্তির শর্তাবলী এবং জলমহাল ও সরকার কর্তৃক আরোপিত নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। ইজারা চুক্তির লঙ্ঘন বা নির্দেশনা অমান্যের জন্য ইজারা বাতিল বলে গন্য হবে। ইজারা গ্রহীতা অন্য কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট সাব-লীজ দিতে পারবেন না। সাব-লীজ দিলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে। পরিবেশ বান্ধব করচ গাছ লাগাতে হবে।

২৬। লীজ গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। কেউ যাতে সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল বা আকার আকৃতির পরিবর্তন না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৭। অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৮। ভূমি ব্যবস্থপনা ম্যানুয়েল সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আদেশ/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৯। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

০৩/০২/২১

(মো: সাদি উর রহিম জাদিদ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

স্মারক নং-০৫.৪৬.৯০১৮.০০০.০২.০০৩.১৯(পার্ট-২)-১৬(১৫০) তারিখ ঃ ০১ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়

০২। সচিব, ভূমি মন্ত্রনালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৩। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

০৪। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।

০৫। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।

০৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/শিক্ষা ও উন্নয়ন), ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুনামগঞ্জ।

০৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ....(সকল), সুনামগঞ্জ।

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে ও বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধসহ প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০৯। সহকারী কমিশনার (ভূমি), বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

১০। উপজেলা .... অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ/অফিসার ইনচার্জ, বিশ্বম্ভরপুর থানা, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

১১। সাব- রেজিস্ট্রার, বিশম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

১২। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি জেলা প্রশাসনের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৩। চেয়ারম্যান ....ইউপি (সকল), বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ। তাকে তাঁর ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশদের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, বিশ্বম্ভরপুর শাখা, সুনামগঞ্জ।

১৫। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, পলাশ/বিশ্বম্ভরপুর ক্যাম্প, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ। তাকে স্থানীয় বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৬। সভাপতি/সম্পাদক ....বাজার কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

১৭। সম্পাদক, দৈনিক ....। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পত্রিকার ভিতরের পাতায় নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে এক দিনের জন্য শুধুমাত্র মূল অংশ প্রকাশ পূর্বক প্রকাশিত সংখ্যার তিন কপি এ অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৮। নোটিশ বোর্ড।

১৯। অফিস কপি/সংরক্ষণ নথি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।